বদমায়েশতন্ত্র

এ জেড এম আবদুল আলী।।
সংবাদ, শুক্রবার । জুলাই ৭, ২০০৬

দেশে থাকতেই বিএনপির এক সময়ের নীতিনির্ধারক এবং বর্তমানে স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য কর্নেল অলি আহমদ নানারকম কঠিন কথা বলতে শুরু করেছিলেন পার্টির সমালোচনা করে। পার্টির অভ্যন্তরে যে ধরনের দুর্নীতি এবং সন্ত্রাস ঢুকেছে, যে ধরনের অপরিণামদর্শী অর্বাচীনরা নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে বেশ চোখাচোখা বাক্যবাণ ছাড়ছিলেন তিনি। ইদানীং এক সফরে নিউইয়র্ক গিয়ে সেখানে বাঙালি বিএনপির সমর্থকদের এক সভায় এ সম্পর্কে আবার কথা বলেছেন তিনি। সেই সভাতে দেশে থাকতে পার্টির বর্তমান নেতৃত্বের সম্পর্কে যে কথাগুলো বলেছিলেন সেসব কথা আবার বলেছেন তো বটেই তারপরও তার মনে হয়েছে আরও একটা কথা বলা দরকার। সে রকম একটি কথাও তিনি বলে ফেলেছেন ওই সভায়। দৈনিক সংবাদ তার সেই বাক্যটি নিয়ে প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় শিরোনাম করেছে এ রকম, 'মা ভাল হলে ছেলে খারাপ হবে কেন দুটোই বদমাশ।' শিরোনামের পর খবরের ভেতরে গিয়ে দেখা গেল অলি আহমদ আরও বলেছেন, 'বিএনপির অনেকে বলেন 'অমুক' ভাল তবে ছেলেটি খারাপ। আমি বলি দুটোই বদমাশ, মা ভাল হলে ছেলে খারাপ হবে কেন? যুক্তরাষ্ট্রে দেয়া এ বক্তৃতায় তিনি কারও নাম না উল্লেখ করলেও কাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা বোঝা কারও কঠিন নয়।'

ওই বক্তব্যে অলি কার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা জানা না থাকলেও যে স্টাইলে তিনি ওই কথাগুলি বলেছেন তা আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় একটি বইয়ের কথা। বিখ্যাত ঐতিহাসিক, অক্সফোর্ডের অধ্যাপক তপন রায় চৌধুরী কিছুদিন আগে তার বাল্যকালের স্মৃতি ঘেঁটে একটি বই লিখেছিলেন। সেই বইটি 'রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিতচর্চা'র এক স্থানে অধ্যাপক চৌধুরী তার বালক বয়সে দেখা বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট এন ডি বীটসন-বেল (বরিশালবাসীরা নামটির সরল বঙ্গানুবাদ করেছিল 'নন্দদুলাল ঘণ্টা বাজায়') সম্পর্কে একটি গল্প বলেছেন। সেই গল্পটিতে তপন রায় চৌধুরী লিখছেন,"... ওর নোটবুকে বাংলা গালিগালাজ সযত্নে টোকা থাকত। প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতেন। স্বদেশীওয়ালাদের ওপর ওর বেজায় রাগ ছিল। একদিন সকালে অশ্বপৃষ্ঠে নদীর পাড়ে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ দেখেন ওরই খাস কেরানি খদ্দর গায়ে ঘুরছে। ... কেরানিকে থামিয়ে নোটবুক খুলে শকার-বকারাদি যাবতীয় গালি-গালাজ পাঠশালার হেড পড়ুয়ার সুরে পড়ে শোনালেন। তারপর কিছুটা এগিয়ে গিয়ে মনে পড়ল নতুন শেখা একটা অত্যন্ত দরকারি গাল উনি উল্লেখ করেন নি। ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে এসে কেরানিকে আবার ধরে ফেললেন। বললেন. 'শুন, শুন, তুমি হারামজাদাও আছ।' বিএনপির নেতৃত্ব সম্পর্কেও অলি আহমদের এই কটুক্তি

দুটাই বদমাশ সেই গল্পের কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে। অনেক কিছু বলার পর ওর যেন হঠাৎ মনে হয়েছে আরও কিছু বলা দরকার। তাই তিনি নিউইয়র্কে বাঙালিদের সভায় ওই কথাগুলো বলে তার মনের ঝাল ঝেড়েছেন। সে যাই হোক, আমার মনে হয়েছে ওর বক্তব্য একদিকে যেমন ঠিক তেমনি আর এক দিকে একটু বেঠিকও বটে। 'বদমায়েশি' জিনিসটি সাধারণত উঁচু থেকে নিচের দিকে গড়ায়। অর্থাৎ বাবা-মায়ের থেকে সন্তানরা পেয়ে থাকে। আমাদের ছেলেবেলায় শোনা একটি গল্প ছিল এরকম, জনৈক তরুণকে তার কৃতকর্ম, নানা রকমের গুরুতর অপরাধের, জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার মুহূর্তে ওই তরুণকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, তার কোনও অন্তিম ইচ্ছা আছে নাকি, তখন সে বলে যে তার মায়ের সঙ্গে তার একটি গোপনীয় কথা আছে, তা তাকে বলতে দেয়া হোক। অতঃপর তার মাকে তার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং ওই তরুণ মায়ের কানের কাছে তার মুখ নিয়ে গিয়ে মায়ের কানটি কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে। হতভম্ব সবার সামনে ওই তরুণ বলে ওঠে, 'মা শিশুকালে ও বালক বয়েসে মানুষকে যখন সৎ শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে তখন তুমি আমাকে অসৎ শিক্ষা দিয়েছ। তাই আজ আমার এই পরিণতি। এ কথাটি যেন তোমার বাকিজীবন ধরে মনে থাকে।' আমার মনে হয়েছে, এ ক্ষেত্রেও 'দুটাই বদমাশ' না বলে একটি বদমাশ বললেও বোধহয় চলত। শ্রোতারা নিজের নিজের মতো বুঝে নিতেন কে বদমাশ, মা না পুত্র।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ অবশ্য আজ আর একথা মানতে রাজি হবে না যে, কোনও দলের নেতৃত্বে মাত্র সামান্য কয়জন বদমাশ রয়েছে। তাদের মতামত হচ্ছে রাজনীতি আজ চলে গেছে বদমাশদের দখলে। সেখানে বেশির ভাগই বদমায়েশ এবং বদমায়েশিতে কেউ কারও চেয়ে কম যায় না। আর তাছাড়া শুধু রাজনীতির কথাই বা বলি কেন সর্বত্রই বদমায়েশের ছড়াছড়ি। কোথায় নেই এ বদমায়েশি?

তবু, এর পরেও কথা থাকে। বর্তমান সরকার এসে অবধি বদমায়েশের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এ সরকারটি ক্ষমতায় বসে দেশের সর্বত্র যেখানে যত বদমায়েশের সংখ্যা বাড়ানো যায় সে চেষ্টাই করে চলেছে গত চার বছর ধরে। রোজ খবরের কাগজ খুলে আমরা যত বদমায়েশির খবর পাই, যত বদমায়েশের নাম শুনি সেগুলোর বাইরেও যে কত ধরনের বদমায়েশি চলে আসছে এ দেশে তারই একটি উদাহরণ সম্পর্কে জানা গেল সেদিন। গত ২২ জুনের দৈনিক ডেইলি স্টার পত্রিকার পৃষ্ঠা ৩ এ একটি আধপাতা জোড়া বিজ্ঞাপন বার হয়েছে। পাঠক যদি একটু কষ্ট করে সেটি পড়েন, তাহলেই সহজেই বুঝতে পারবেন বদমায়েশিটি কতদুর বিস্তৃত হয়েছে, বদমায়েশির শিকড়টি কত গভীরে পৌঁছেছে। বিজ্ঞাপনটি দিয়েছেন, জনৈক এল সরকার, সাধারণ সম্পাদক, দি ইউনাইটেড ব্যাপ্টিস্ট চার্চ ট্রাস্ট এসোসিয়েশন। বিজ্ঞাপনটির শিরোনামই ইঙ্গিত দেয় কিসের জন্য এত বড় এ বিজ্ঞাপন। সেখানে লেখা হয়েছে, **An appeal to Begum Khaleda Zia MP, Honourable Prime Minister, Peoples Republic of Bangladesh For release of the Church Property of the United Baptist Church Trust Association at Badurtala, Comilla Town.**

ঘটনাটির সুত্রপাত ১৯৬৫ সালে। সেই সময় কুমিল্লার তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার এ জমিটি অধিগ্রহণ করে নেয়। অতঃপর চার্চ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ আমলে এ আদেশ চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করে। বাংলাদেশ হাইকোর্ট রায় দেয় যে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইনের অপপ্রয়োগ করে ওই জমিটি দখল করা হয়েছিল। কাজেই ওই অধিগ্রহণের আদেশটি ছিল বেআইনি। কিন্তু কুমিল্লা জেলা কর্তৃপক্ষ, অর্থাৎ ডেপুটি কমিশনার ওই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে একটি আপিল দায়ের করে। ২০০২ সালে এক রায়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগও হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের সঙ্গে একমত ঘোষণা করে চার্চের পক্ষে রায় দেয়। সুপ্রিম কোর্টের রায়টি দীর্ঘ এবং বিজ্ঞাপনে সেই রায়ের কিছুটা উদ্ধৃত করে দিয়েছে চার্চ কর্তৃপক্ষ। সেখানে যা বলা হয়েছে,

তার মুল কথাটি হল এই, যেহেতু প্রথমেই ওই জমিটি তৎকালীন জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইনের বিচ্যুতি ঘটিয়ে করা হয়েছিল সেহেতু সরকারি অতিরিক্ত এটর্নি জেনারেলের যুক্তি অধিগ্রহণকৃত জমি সরকারের যে কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা চলে এ ক্ষেত্রে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব আপিলটি খারিজ করা হলো। এ রায়ের পর স্বাভাবিকভাবেই চার্চ কর্তৃপক্ষ আশা করতে থাকে যে, তাদের জমি তাদের ফেরত দেওয়া হবে। কিন্তু কুমিল্লার ডেপুটি কমিশনার ওই জমি ফেরত দেওয়ার কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ তো করেই নি বরঞ্চ স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে ওই স্থানে 'কুমিল্লা মহিলা কলেজ' স্থাপন করে। এবং সরকারের আদেশ উপেক্ষা করতে থাকে। ওই বিজ্ঞাপনে এরপর লেখা হয়েছে, চার্চ কর্তৃপক্ষ খবরের কাগজে পড়ে জেনেছেন, গত ২ এপ্রিল ২০০৬ সালে ঢাকায় দেশের সব-ডেপুটি কমিশনারদের এক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডেপুটি কমিশনারদের উদ্দেশে বলেন যে, তারা যেন সবরকম ভয়ভীতি ও প্রভাব মুক্ত হয়ে জনগণের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। ডেপুটি কমিশনাররা তখন প্রধানমন্ত্রীকে জানান , ...They were unable to perform their duties indepebdently as servants of the Republic due to the unwarranted interference of influential local politicians. (স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের হস্তক্ষেপের কারণে তাদের পক্ষে নিরপেক্ষভাবে প্রজাতন্ত্রের সেবক হিসেবে কাজ করা সম্ভবপর হচ্ছে না)। জানি না, ডেপুটি কমিশনারদের এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী তাদের কি বুঝিয়েছিলেন। তবে খবরের কাগজে এই কথা পড়ে ওই চার্চ কতৃপক্ষ তাদের বিজ্ঞাপনে এই প্রশ্নটি করেছেন, We wonder whether our Church property would have suffered a similar fate had it belonged to a madrassah, a Moswue or a Waqf? We certainly do not think so. (আমাদের জিজ্ঞাসা, এই সম্পত্তিটি যদি কোনও মাদ্রাসা, মসজিদ বা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হতো তাহলে কি স্থানীয় প্রশাসন একই ব্যবহার করত? আমাদের তো তা মনে হয় না)। বিজ্ঞাপনে এ প্রশ্ন উঠিয়ে আরও বলা হয়েছে এ দেশের সংবিধানে সব সম্প্রদায়ের সমতা সম্পর্কে কি বলা আছে। আর প্রকৃতপক্ষে এ দেশে মুসলিম ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি কি ব্যবহার করা হচ্ছে। সবশেষে, ওই চার্চ কর্তৃপক্ষ আবার আবেদন করেছেন ওই ডেপুটি কমিশনারের কাছে, তারা যেন দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা রাখেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেন আর একবার একটি চুড়ান্ত নির্দেশ জারি করেন চার্চের ওই জায়গাটি চার্চ কর্তৃপক্ষকে ফিরিয়ে দিতে।
উপরের উদাহরণটিই প্রমাণ করবে দেশে আজ বদমায়েশদের অবস্থান কত সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। অবশ্য প্রতিদিনের খবরের কাগজের খবরগুলোর শিরোনাম পড়লে পাঠকদেরও তা বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না। গত এক সপ্তাহের কাগজে বিশ্বকাপের খবর ছাড়া আর যত সব খবর পড়া গেছে তার শতকরা নব্বই শতাংশ বদমাশদের খবর, বদমায়েশির খবর। যে দেশে সুপ্রিম কোর্টের রায় হয়ে যাওয়ার পর সেই রায় কার্যকর করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দরবারে আর্জি পেশ করতে হয় সে দেশকে 'গণতন্ত্র' বা 'প্রজাতন্ত্র' বা দুটি মিলিয়ে 'গণপ্রজাতন্ত্রী' না বলে একটি 'বদমায়েশতন্ত্র' বললেই কি বর্ণনাটি ঠিক হয় না?
সবশেষে যে খবরটি পড়েছি সেটিকে কি বলা যাবে না জানি না, সেটি ভোল পাল্টানোর খবর। জানা গেল, অলি আহমদ আমেরিকা সফর থেকে ফিরেই সাংবাদিকদের বলেছেন, তিনি আমেরিকায় এ ধরনের কোনও কথা বলেনি। তার কথার অর্থ ভুল করেছেন সাংবাদিকরা, তিনি এ কথাও বলেন নি যে তিনি নতুন দল করবেন ... ইত্যাদি। এখানে উল্লেখযোগ্য ইদানীং দেশ পত্রিকার তপন রায় চৌধুরী 'বাঙালনামা' তার আত্মজীবনীমুলক একটি অসাধারণ ধারাবাহিক লেখা লিখছেন। তাতে দেখা গেল উনি (তপন রায় চৌধুরী) বহু পরে বিলেতে সেই বীটসন বেল (নন্দদুলাল ঘণ্ট বাজায়) য়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। উনিও যথারীতি তদানীন্তন বাংলায় তার অনেক অপকর্মের কথা ভুলে গেছেন।

এখানে দুটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে এ লেখাটির শেষ করতে চাই। দিন তারিখ মনে নেই তবে '৯২ সালে কোনও একদিন। আমি তখন রেল মন্ত্রণালয়ে চাকরি করি। একদিন জানতে পারলাম, মন্ত্রী মহোদয় সব কর্মকর্তাকে তার বাসভবনে নৈশভোজনে ডেকেছেন। উপলক্ষ, ওর একটি নাতি বা নাতনির জন্মগ্রহণ। যথাসময়ে, মন্ত্রীর বাসভবনে উপস্থিত হয়ে দেখি সেখানে বিরাট ব্যাপার। শুধু রেল মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা নয় রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজের কর্মকর্তারাও উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী 'জেয়াফতে'র ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি যে টেবিলে স্থান পেয়েছিলাম সেখানে বসেছিলেন রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজের কয়েকজন কর্মকতা। যথাসময়ে, ভাত, গরুর মাংসের ঝোল আর সম্ভবত একটি সবজি টেবিলে দেয়ার পর রোডসের কর্মকর্তারা বললেন তারা হিন্দু, গরুর মাংস খাবেন না। জিজ্ঞেস করলেন, তাদের জন্য অন্য কিছু আছে কি? যে লোকটি খাবার পরিবেশন করছিল সেও একটু হতভম্ব হয়ে বলল, স্যার, আর কিছু তো নেই। ওই কর্মকর্তাদের মুখগুলো যে ভাবে কালো হয়ে গেল তা দেখে আমার আর খাবার রুচি রইল না। তারা অবশ্য সবজিটুকু নিয়ে খাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

দু-চার মিনিট বসে থেকে হাতমুখ ধুয়ে বার হয়ে চলে আমি চলে এলাম। দ্বিতীয় ঘটনাটিও ওই '৯২ সালে। আমার চাকরি শেষ হতে মাস দু'য়েক বাকি আছে। তারপরই অবসর গ্রহণ করব। একদিন সকালের কাগজে দেখা গেল, রেলের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা, যাদের চাকরিকাল পঁচিশ বছর অতিক্রম করেছিল, তাদের চাকরি থেকে অবসর দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ কথাবার্তা নেই এ ধরনের ব্যাপারে রেলের অনেক কর্মকর্তাই হতভম্ভ হয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনার কয়েকদিন পর রেলের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা আমার কাছে এসে হাজির। তাদের বক্তব্য, 'স্যার, আগামী উন্নয়ন পর্যালোচনা সভাতে আমাদের পক্ষ থেকে মন্ত্রীমহোদয়কে বলতে হবে, এভাবে প্রকাশ্যে তাদের অপমানিত না করে মন্ত্রী মহোদয় যদি আগে থেকে একটু ইঙ্গিত দেন যে তিনি কাউকে দুর্নীতিগ্রস্ত মনে করেন তাহলে যেন তাকে ডেকে বলেন। সে অবস্থায় সে অফিসার নিজেই অবসরে চলে যাবেন। খুব একটা ইচ্ছে না থাকলেও, কলীগদের এই অনুরোধটি রাজি হয়ে গেলাম। যথাসময়ে বলেই ফেললাম মন্ত্রী মহোদয়কে কথাটি। মন্ত্রীমহোদয়ের, খুব একটা মনোপুত হল বলে মনে হলো না কথাটি। যাই হোক, যেহেতু আমি জানতাম ওই ছাঁটাইয়ে রেল কোনমতেই দুর্নীতিমুক্ত হয়নি এবং কয়েকজন চিহ্নিত কর্মকর্তা রয়েই গেছেন। তাই জিজ্ঞেস করলাম, স্যার, কে দুর্নীতি করে আর কে করে না তা বোঝার উপায় কী? 'কেন খুব সহজ,' মন্ত্রীমহোদয়ে উত্তর, 'দু রাকাত নামাজ পড়ে বুকে হাত দিলেই জানতে পারবেন কে দুর্নীতিবাজ আর কে নয়।' এই উত্তর শুনে আমি আরও কিছু বলার চেষ্টা করেছিলাম। টেবিলের অন্যদিকে মন্ত্রীর পাশে বসে থাকা সচিব মহোদয় তখন আমাকে প্রবল ভাবে মাথা নাড়িয়ে ইঙ্গিত করছিলেন আর কথা না বাড়াতে। কাজেই আর কিছু বলা হয়নি সেদিন।

একটি ইংরেজি বইতে (শট্স অরিজিন্যাল মিসেলানি) দেখেছি, সেখানে 'ডেমোক্র্যাসি' (রুল বাই দি পিপল্) থেকে আরম্ভ করে 'ক্যাকিস্টোক্র্যাসি' (রুল বাই দি ওয়ার্স্ট পসিবল) পর্যন্ত ২৪ রকমের সরকারের কথা লেখা আছে। কিন্তু সেখানেও আজকের বাংলাদেশের মতো বদমায়েশদের দ্বারা পরিচালিত সরকারের কোনও নাম পাইনি। তাই আমি এটিকে বাংলায় 'বদমায়েশতন্ত্র' নাম দিয়েছি। পাঠকদের ওপর এর ইংরেজি করার ভারটি ছেড়ে দিলাম।